দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 2003

*টার্কিশ হোপ স্কুলের বিজ্ঞানমেলায় বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা* —জনকণ্ঠ

টার্কিশ হোপ স্কুল

# বিজ্ঞানমেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রতিভার স্বাক্ষর

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুলের দুইদিনব্যাপী এক বিজ্ঞানমেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মিলন মেলা বসেছিল স্কুলটির উত্তরা শাখায়। বৃহস্পতিবার মেলার শেষ দিনে দর্শক অভিভাবকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নানা ধরনের আবিষ্কার দেখে দর্শকরা রীতিমতো ভিরমি খেয়েছে। বাংলাদেশসহ ৭টি দেশের ছাত্রছাত্রীরা ৪০টি স্টলের মাধ্যমে তাঁদের আবিষ্কার সামগ্রী তুলে ধরে। এতে অংশ নেয় বিভিন্ন দেশের ৭০ ছাত্রছাত্রী। এই বিজ্ঞান মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল টার্কি কর্নার, বাংলাদেশ কর্নার ও বাংলাদেশের ইতিহাস কর্নার। এছাড়া বায়োলজি হেলথ কর্নার রিপোর্ট ছিল আকর্ষণের অন্যতম।

টার্কিশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এই আকর্ষণীয় বিজ্ঞানমেলায় স্কুলটির ৫টি শাখার ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। মেলার বিভিন্ন স্টলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, ভারত, তুরস্ক, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে জন্মগ্রহণকারী এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

বৃহস্পতিবার মেলায় ঘুরে দেখা গেছে ব্যতিক্রমধর্মী স্কুলটির ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার স্বাক্ষর। মেলায় 'মেক এ ব্যাটারি' প্রজেক্ট নিয়ে বসেছিল তামজিদ ইসলাম। ব্যাটারি তৈরির পদ্ধতি দেখায় সে। ব্যাটারি তৈরির পর তামজিদ রীতিমতো তারের সাহায্যে ক্যালকুলেটর চালিয়ে দেখালো ব্যাটারি হয়েছে।

ফ্রুট কর্নারের 'মাংস ছাড়ু ন সবজি ধরুন' স্টলে শ্রীলঙ্কান হামিনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর আরটি ফারিয়ার দারুণ বর্ণনা শুনে বিমোহিত হতে হয়েছে। স্টলের বাংলাদেশের সব ধরনের সবজি সাজানো। এগুলো দেখিয়ে বলা হলো মাংস ছেড়ে সবজি ধরলে সারা জীবন সুস্থ থাকবেন।

পঞ্চম শ্রেণী পড় য়া ফারিয়া চৌধুরী দেখালো ম্যাজিক বক্স-২০০৩। একই শ্রেণীর নিরবাস্ দেখালো 'ড্রইং ইন ফ্রম অব এ মিরর'।

৪র্থ শ্রেণীর রাহেদুল ইসলাম দেখাল 'ফ্লাইং বয় ইন দ্য ম্যাজিক বক্স'। দেখা গেল আয়নার সাহায্যে রাহেদুল রীতিমতো শূন্যে ঝুলে আছে।

পঞ্চম শ্রেণীর সাইকা দেখাল 'মিক্স কালার টুগেদার'। কিভাবে এটি দিয়ে নানা রং তৈরি হয় তা স্টলেই তৈরি করে দেখাল সে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর শামসুল দেখাল 'ওয়াইজ বয়'। এতে সে দেখাল মনে মনে শব্দ বা নম্বর কিভাবে বের করা যাবে এ পদ্ধতিতে।

'বার্থ ডে' বের করছে ফয়সাল। আপনি হয়ত ভুলেই

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১২-এর পাতার পর) **বিজ্ঞানমেলায় ক্ষুদে**

গেছেন আপনার জন্মতারিখ। কিন্তু ফয়সাল মাস দিন, সাল ধরে বের করতে পারল আপনার জন্মদিনের বারটি কি ছিল।

'উড ক্রাফটে' কাঠের কারুকাজ দেখাল শারতাজ। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হলেও নিমিষেই তৈরি করলো কাঠ দিয়ে পেপিস।

'বায়োলজি হেলথ রিপোর্টে' ছাত্রছাত্রীরা ব্লাড প্রেসার, উচ্চতা, ওজন মেপে বের করছে বয়স অনুযায়ী আপনার ওজন কতটুকু বেড়েছে। এই স্টলে ছিল হাসান সামি আদনান, উমামা আমিন, ওয়ার্দা আর্ফিন, সাফওয়াত আহমেদ ও পার্সা কিশুয়া চৌধুরী।

এই বিজ্ঞানমেলা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও পরিদর্শন করে। এছাড়া মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ তুরস্কের রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ টেলি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান মাওব মোর্শেদ, বিটিটিবির সদস্য মাজহারুল ইসলামসহ উর্ধতন সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।